بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২ নভেম্বর ২০২০

জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ার সাথে ঐতিহাসিক সভা করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান

"আমরা সেই জাতি নই, যারা বন্দুক বা ছুরি ধারণ করে – বরং আমরা সেই জাতি, যারা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে সিজদায় নত হয়" - হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

৩১ অক্টোবর ২০২০ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) জামেয়া আহমদীয়া (আহমদী মুসলিম মিশনারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান) ইন্দোনেশিয়ার শতাধিক ছাত্র এবং নব-উত্তীর্ণ মুবাল্লেগ (ধর্ম প্রচারক)-এর সাথে এক অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করেন।

এই প্রথমবারের মতো ইন্দোনেশিয়ার আহমদীগণ তাদের নিজেদের দেশ থেকে হুযূর আকদাসের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলেন, আর সেই সাথে এটি ছিল হুযূর আকদাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ার প্রথম ক্লাস। এভাবে প্রশিক্ষণরত এবং নব-উত্তীর্ণ মুবাল্লেগ (ধর্ম প্রচারক)-গণ তাদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতার সাথে সমবেতভাবে মিলিত হওয়ার এবং দিকনির্দেশনা ও দোয়ার আবেদনের সুযোগ লাভ করলেন।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ার ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সদর দপ্তর *আল-নাসর মসজিদ কম্প্লেক্স*-এর *বায়তুল আফিয়াত* (লাজনা হল) থেকে অংশগ্রহণ করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও এর অনুবাদ পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর খেলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে একটি নযম (ধর্মীয় কবিতা) এবং একটি বক্তৃতা পেশ করা হয়।

আকাশ থেকে তোলা মসজিদ কমপ্লেক্স-এর ভিডিওচিত্র দেখানো হলে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যে এলাকায় মসজিদটির অবস্থান, তা অত্যন্ত দর্শনীয় বলে মনে হচ্ছে। আমি যত দূর দেখেছি, তাতে ইন্দোনেশিয়াকে সার্বিকভাবে একটি খুবই দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় দেশ বলে মনে হয়েছে। যদি আপনাদের দেশের অ-আহমদী মোল্লা এবং কর্তৃপক্ষ আপনাদের দেশের মত সুন্দর হয়ে যান, তাহলে নিশ্চয়ই আমার পক্ষে ভবিষ্যতে ইন্দোনেশিয়া সফর করা সম্ভব হবে, ইনশাআল্লহ্। এজন্য আপনাদের দোয়া করা উচিত।”

যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বিদ্রূপ করে বা তাঁর সম্পর্কে কটূবাক্য বলে, তাদের প্রত্যুত্তরে কী করা উচিত এমন প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আকদাস বলেন যে, এমন তো না যে, কেবল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেই অন্যায়ভাবে (বিদ্রূপের) লক্ষ্যে পরিণত করা হচ্ছে, বরং এ যুগে মহানবী (সা.)-কেও ইসলাম ও ধর্মের শত্রুরা নিষ্ঠুর আক্রমণ করে চলেছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লহ্ (সা.) বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করে তাদের বিষয় আল্লাহ্ তা’লা স্বয়ং দেখবেন - তা ইহজীবনেই হোক অথবা পরকালে। প্রত্যুত্তরে, আহমদী মুসলমান হিসেবে, আমাদেরকে অবশ্যই সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শিখিয়েছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁর অনুসারীদের বিরূপ পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তিনি শিখিয়েছেন যে, বলপ্রয়োগ বা নিষ্ঠুরতার প্রত্যুত্তরে আমাদের কখনোই অনুরূপ আচরণ করা যাবে না। আমাদের হৃদয়ে তাঁর জন্য যত ভালোবাসাই থাকুক না কেন, কেউ যখন তাঁকে বিদ্রূপ বা কটাক্ষ করেন, কখনোই আমাদের সহিংসতা অবলম্বন করা চলবে না।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“নিশ্চিতভাবে, সেই আশিসমণ্ডিত সত্তা, যাকে আমরা অন্য যে কারো চেয়ে বেশি ভালোবাসি, এমনকি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চেয়েও বেশি, তিনি হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আর আজকাল ফ্রান্সে এবং অন্য কতক ইউরোপীয় দেশে মহানবী (সা.)-কে বিদ্রূপ করে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হচ্ছে। এর প্রত্যুত্তর আমাদের পক্ষ থেকে কী হওয়া উচিত? তা এই যে, আমাদেরকে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি সংখ্যায় এবং অনেক বেশি ব্যাকুলতার সাথে মহানবী (সা.)-এর ওপর দরূদ পাঠ করতে হবে। স্মরণ রাখবেন যে, যখন আমরা দরূদ পাঠ করি তখন আমরা মহানবী (সা.)=এর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরীদের জন্যও দোয়া করে থাকি, আর তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরীদের মধ্যে

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মর্যাদা সর্বোচ্চ। অতএব, এটি আমাদের দায়িত্ব যে, যখন লোকে মহানবী (সা.) বা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কটাক্ষ-বিদ্রূপ করে, তখন আমরা যেন দরূদ পাঠের মাধ্যমে তার উত্তর প্রদান করি।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"উপরন্তু, ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমাদেরকে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য নৈতিক মান বজায় রাখতে হবে, যেন স্বাভাবিকভাবেই বিদ্রূপকারীদের, মুখ বন্ধ হয়ে যায়, তারা যখন দেখবে, বিদ্রূপের উত্তরে, পদে পদে আমরা শান্তিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। তারা দেখবে যে, আহমদী মুসলমানগণ এমন মানুষ, যারা সমাজে শান্তি, ভালোবাসা ও সহিষ্ণুতার বিস্তারে কাজ করে। তারা অনুধাবন করবে যে, তারা যখন আমাদের সাথে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কথা বলে, প্রত্যুত্তরে, আমরা ভালোবাসা ও নম্রতাপূর্ণ আচরণ করি। প্রকৃতপক্ষে, এটিই সেই প্রতিক্রিয়া, যা পবিত্র কুরআন আমাদের শিখিয়েছে।"

এর উপর আরো আলোকপাত করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সুতরাং সদা-সর্বদা আমাদের প্রত্যুত্তর এই যে, আমরা আধ্যাত্মিকভাবে নিজেদের সংশোধন ও উন্নতি করবো, আল্লহ্ তা'লার সামনে সেজদাবনত হব। আর আমরা দোয়া করবো যেন আল্লহ্ তা'লা ইসলামের শত্রুদের পথ প্রদর্শন করেন, যেন তারা আমাদের প্রিয়তমদের - হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও সর্বোপরি সেই সত্তা যাঁর মর্যাদা সমগ্র মানবতার শীর্ষে অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লহ্ (সা.)-কে - বিদ্রূপ করা থেকে বিরত হয়। স্মরণ রাখবেন, আমরা যা-ই আকাঙ্ক্ষা করি না কেন, তা যেন কেবল আল্লহ্ তা'লার কাছেই যাচনা করি। কোনরকম বলপ্রয়োগ বা কঠোরতা প্রদর্শন আমাদের সাজে না। আমরা সেই জাতি নই যারা অস্ত্র ধারণ করে, যারা বন্দুক বা ছুরি ধারণ করে – বরং আমরা সেই জাতি, যারা আল্লহ্ তা'লার সমীপে সিজদায় নত হয়, নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থার সংশোধন করে এবং মহানবী (সা.)-এর উপর দরূদ প্রেরণ করে।"

জামেয়া আহমদীয়ার আরেকজন ছাত্র বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইন্দোনেশিয়া ২০২৫ সালে তাদের শতবার্ষিকী উদযাপন করবে। তিনি হুযূর আকদাসের দিকনির্দেশনা কামনা করেন কীভাবে তাদের এটি উদযাপন করা উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোত্তম উপায় কী হতে পারে।

এতে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এ শতবার্ষিকী উদযাপনে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইন্দোনেশিয়ার এ লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত যে, আগামী পাঁচ বছরে তারা অন্তত ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) ব্যক্তিকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভুক্ত করাবেন। উপরন্তু, আপনাদের দেশের প্রত্যেক আহমদী নিয়মিত বাজামাত নামায আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত। ইন্দোনেশিয়ার প্রত্যেক আহমদীকে নিয়মিত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত। খেলাফতে আহমদীয়ার সাথে ইন্দোনেশিয়ার প্রত্যেক আহমদীর গভীর বন্ধন গড়ে তোলা উচিত। প্রত্যেক আহমদীর মহানবী (সা.)-এর উপর দরূদ প্রেরণকারী হয়ে যাওয়া উচিত। যদি আপনারা এ সব করতে পারেন, তাহলে আপনাদের অর্জন অনেক বড় হবে।"

ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সফলতার জন্য দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ করার পূর্বে, জামেয়া আহমদীয়ার আরো বেশ কয়েকজন ছাত্র হুযূর আকদাস (আই.)-এর সাথে কথোপকথন ও তাঁর দিকনির্দেশনা গ্রহণের সম্মান লাভ করেন।

পরিসমাপ্তিতে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলের সুরক্ষা করুন। জামেয়া আহমদীয়াতে পাঠরত সকল ছাত্রকে তাদের পড়াশোনায় উৎকর্ষ অর্জনের তৌফিক দান করুন এবং আপনাদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মুবাল্লিগ (ধর্ম প্রচারক) হওয়ার তৌফিক দান করুন। আপনারা সকলে আমাদের জামা'তের জন্য গর্বের কারণ হোন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিস্তারে আপনারা উৎকৃষ্ট ভূমিকা রাখার তৌফিক লাভ করুন। আপনাদের দেশের প্রত্যেক প্রান্তে প্রান্তে এবং এদেশ ছাড়িয়ে ইসলামের অনুপম সুন্দর শিক্ষাকে আপনারা ছড়িয়ে দিন। এ লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে সফলতা দান করুন। আমিন।"